যুগান্তর

তারিখ 08 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

Bangladesh
৩৫ দেশের সঙ্গে একযোগে বাংলাদেশ

বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কম্পিউটারের মাইক্রো প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল কর্পোরেশনের আগামীর বিশ্ব প্রকল্পে বিশ্বের ৩৫টি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হল বাংলাদেশ। সম্প্রতি ইন্টেল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ড. ক্রেইগ ব্যারেটের একদিনের ঝটিকা সফরের মাধ্যমে শুরু হওয়া আগামীর বিশ্ব প্রকল্পের বিস্তারিত লিখেছেন তরিক রহমান, জাভেদ ইকবাল ও আরেফিন আদনান

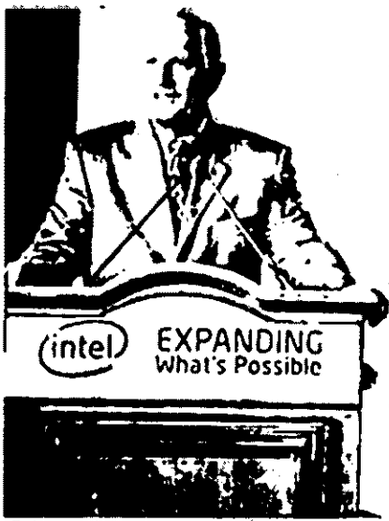

এই একুশ শতকে যখন বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, তখন তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে হতে পারে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ। তাই বাংলাদেশে 'ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রোগ্রাম'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ইন্টেল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ড. ক্রেইগ ব্যারেট। 'ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড' প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য, অত্যাধুনিক ও দ্রুতগতির ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (ICT) বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের আরও কাছে পৌঁছে দেয়া। যার মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিশ্বের ৩৫টি উন্নয়নশীল দেশ একত্রিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্টেল কর্পোরেশনের স্লোগান হচ্ছে 'লিপ অ্যাহেড' বা এক ধাপ এগিয়ে। বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কম্পিউটারের মাইক্রো প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল তাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তুলতে চায় বিশ্বব্যাপী। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আরও ১শ' কোটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়াতে চায়। 'ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রকল্প সঠিক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে ইন্টেল। এ প্রসঙ্গে ড. ব্যারেট বলেন, 'ইন্টেল এবং গ্রামীণ ব্যাংকের যৌথ পরিচালনায় এই প্রকল্প বাংলাদেশের জনগণের জন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করবে— যা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।'

প্রত্যেকটি মানুষ জন্মগতভাবে অসীম প্রতিভার অধিকারী হয়— ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল বিজয়ী ড. ইউনূস বলেন, 'সমস্যাটা হচ্ছে, দারিদ্র্য মানুষকে তার ভেতরের ক্ষমতা সম্বন্ধে বোঝার সময়টা দেয় না। যার মূল কারণ হচ্ছে তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা। আমার বিশ্বাস, দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং প্রযুক্তিগত বিভিন্ন কার্যকরী প্রকল্প প্রণয়ন ও সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ স্বল্প সময়ে প্রভূত উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও ইন্টেলের যৌথ পরিচালনায় এবং সহযোগিতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে একই ধরনের সাফল্য বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হবে।'

একনজরে বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রকল্প

◆ আগামী তিন বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুলে এক হাজার 'ক্লাসমেট ল্যাপটপ' অনুদান করবে ইনটেল। ◆ ২০০৮ সালের মধ্যেই বাংলাদেশের সবকটি জেলায় পিসি ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য ইন্টেলের কম্পিউটার অনুদান। ◆ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় 'ইন্টেল টিচ' প্রোগ্রামের অধীনে আগামী তিন বছরে প্রযুক্তি প্রশিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ◆ 'ইন্টেল লার্ন প্রোগ্রামের' অধীনে ৮-১৬ বছর বয়সীদের প্রযুক্তির ব্যবহার, ক্রিটিক্যাল থিংকিং ও সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা হবে। ◆ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কার্যক্রমে আঞ্চলিক তথ্যভিত্তিক ইন্টারনেট ও সফটওয়্যার ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্টেল স্থানীয় সফটওয়্যার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করবে। ◆ 'ইন্টেল স্কুল লার্নিং এন্ড টিচিং' প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ ঘটানো হবে। ◆ আঞ্চলিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে গণিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক ইন্টার অ্যাকটিভ ওয়েবসাইট চালু করবে ইন্টেল। ◆ ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্প খরচে দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের বিস্তারে সাহায্য করবে ইন্টেল। এতে করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে চিকিৎসা, শিক্ষা ও অর্থনীতির খবরাখবর জনগণের সহায়ক হয়ে উঠবে। ◆ ইন্টেল ও গ্রামীণ সলিউশনের 'পিসি ওনারশিপ প্রোগ্রাম'-এর আওতায় স্বল্প পরিমাণ মাসিক কিস্তিতে কম্পিউটার প্রদান। ◆ ইন্টেলকে বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড অ্যাহেড প্রকল্প বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সরাসরি সহযোগিতার আশ্বাস।